Rheumatoid Arthritis রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস

ডাঃ মোঃ আবুল কালাম আজাদ
এফসিপিএস (মেডিসিন), এমডি (রিউমাটোলজি),
বিএসএমএমইউ

এটি এমন একটি অটো ইমিউন রোগ যা নিজের শরীরের ভিতর তৈরী হয় নিজের শরীরকেই শত্রু মনে করে। এই রোগ হলে গীড়া ছাড়াও ত্বক, ফুসফুস, কিডনী, লিভার ব্রেইনকে আক্রমন করে।
এই রোগে হাতের গীড়া ফুলে যাওয়া ও গীড়ায় ব্যাথা তীব্র হয়, যা সকালে বেশী হয় এবং রোদ উঠার পর আস্তে আস্তে কমে যায়।

পুরুষের তুলনায় মহিলাদের ক্ষেত্রে এই রোগটি বেশী হয়-

HLA জীন অনেক সময় দায়ী থাকে। ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার আক্রমনে এই রোগটি শুরু হয়। যারা ধূমপান করে এবং ষ্ট্রেসফুল থাকে তাদের ক্ষেত্রে রোগটি তীব্র হয় **লক্ষণ সমূহ ঃ** উভয় হাতের ছোট ছোট গীড়ায় এই রোগটি হয়। এছাড়া অন্য অন্য ছোট বড় গীড়াতেও এই রোগটি হতে পারে এবং গীড়াগুলো ব্যাথা এবং ফুলে যায়। এছাড়াও - হাত, পা দুর্বল এবং অবশও হতে পারে,- শ্বাসকষ্ট, কাশি এবং বুকে পানি জমতে পারে, - কোন কোন সময় গীড়া ব্যাথার সাথে সাথে জ্বর হতে পারে।- চোখে লাল এবং ব্যাথা হতে পারে।

রোগ নির্ণয় ঃ-

- এক বা একাধিক গীড়ার ব্যাথা এবং ফুলে যাওয়া।

- সকালের আড়ষ্টতা কমপক্ষে ১ ঘন্টা এবং কমপক্ষে ৬ সপ্তাহ হাতের গীড়ায় বা ততোধিক গীড়া ফুলে থাকে।

- চামড়ার নীচে গোটা (নডিউল) থাকে।

- রিউমাটয়েড ফ্যাকার বা এন্টি সি সি পি পজিটিভ হওয়া।

-এক্সরে করলে গীড়ার পরিবর্তন পাওয়া যায়।

চিকিৎসা ঃ- এই রোগের চিকিৎসার মূলমন্ত্র হলো-

১) রোগ সম্পর্কে জানা।২) রোগটি কিভাবে হয় তা জানা। ৩) রোগের কারন জানা।৪) রোগের লক্ষণ সমূহ

৫) কতদিন ঔষুধ সেবন করতে হবে।৬) ২ (দুই) ধরনের ঔষুধ যেমন - ব্যাথা সারানোর ঔষুধ - রোগ নিরাময়ের ঔষুধ

ব্যাথা ঔষুধ সমূহ ঃ- Diclofenac, Aceclofenac, Naproxen এই ঔষুধ খেলে কি উপকার হয় এবং কি কি ধরনের প্বার্শ প্রতিক্রিয়া হয় এবং সেই প্বার্শ প্রতিক্রিয়া হলে কি করতে হবে তা জানা।

রোগ নিরাময়ের ঔষুধ। যেমন ঃ-

1) MTX 2) Salphasalazin 3) Leflonamide 4) Hydoxychloroquine

প্রাথমিক পর্যায়ে এক বা একাধিক ঔষুধ দিয়ে চিকিৎসা শুরু করে সাধারনত ৩-৪ মাস পর্যন্ত ঔষুধ সেবন করা হয়। এই সময়ের মধ্যে যদি ঔষুধ কাজ না করে তবে TNF Blockers যেমনঃ- Etenecept, Inflixmab, Golimumab দেয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে Biological agent যেমন ঃ- Rutiximab, Tocilizumab বা Anakinvra দেয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে Biological agent ও কাজ করে না, সে ক্ষেত্রে টার্গেটেট মলিকুল। যেমনঃ Tofacitinib, Baricitinib, Upacitnib দেওয়া যায়।

যেহেতু রোগটি হলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় তাই এই সমস্ত ঔষুধ শুরুর পূর্বে নিউমোনিয়া, মোনিনজাইটিস এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের টিকা নেওয়া উচিত।

ফলোআপ ঃ- ২-৩ মাস পর পর এই রোগী ফলোআপ করতে হয়। এই সময় CBC,CRP,SGPT এবং S.Creatinine করতে হয়। কোন অসুবিধা হলে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

CamScanner